দৈনিক
ইত্তেফাক

09 DEC 2008

কার স্বার্থে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ?

■ মোঃ আলী করিম ■

জাতি গঠন ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো শিক্ষা। তাই জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সভ্যতার বিকাশে ও সৃষ্টিশীলতায় জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। আর জ্ঞানার্জনের আদর্শ কেন্দ্র হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। তাই শিক্ষাঙ্গনই হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের নিকেতন যা কেবলই শিক্ষার্থীর মনন, মেধার বিকাশ ও পরিচর্যার লালনক্ষেত্র। অদ্যাবধি একটা জাতীয় শিক্ষানীতি আলোর মুখ দেখতে পায়নি। অথচ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা দিবাস্বপ্নে বিভোর। এ যেন ঢাল-তলোয়ারবিহীন নিধিরামের সরকারের মত অবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অসংগতি আরো একবার স্পষ্ট হলো সম্প্রতি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুমোদনের মধ্যদিয়ে।

পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেল সাত বছর ঝুলে থাকা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ গত সোমবার ২৪/১১/০৮ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে পাস করা হয়। পত্রিকাগুলো স্পষ্টভাবে বলেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন 'আউটার ক্যাম্পাস' ও 'দূরশিক্ষণ পদ্ধতি' না চাইলেও অধ্যাদেশটিতে এ পদ্ধতি দু'টি রাখা হয়েছে। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে– "আমাদের সমাজে যত ধরনের প্রতারণার খবর আমরা জানি উহার মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক হইল শিক্ষার নামে প্রতারণা।" দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক তাহাই চলিতেছে। অর্ধশতাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশেরই নিজস্ব কোন ক্যাম্পাস নাই। নাই উপযুক্ত শিক্ষক, মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার। যাহার যেইভাবে ইচ্ছা, যেইখানে ইচ্ছা, সেইভাবেই যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন বোর্ড ঝুলাইয়া দিলেই তাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না।" আর একধাপ এগিয়ে পত্রিকাটি পরবর্তী প্যারাতে লিখেছে– "শিক্ষা পণ্য নহে, শিক্ষার নামে বা শিক্ষা লইয়া সর্বাংশে শুধু বাণিজ্য করা কোনভাবেই আমরা সমর্থন করতে পারি না। তাহা সত্ত্বেও কেহ যদি মানসম্পন্ন শিক্ষার বিনিময়ে মুনাফা করে আমরা তাহাও মানিয়া লইতে রাজী আছি। কিন্তু বর্তমানে যাহা চলিতেছে তাহা আরও ভয়ংকর কিছু। নির্দয়ভাবে মুনাফা অর্জন করিতে গিয়া জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দিতেও তাহাদের বিবেকে বাধে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়। যথেচ্ছ প্রতারণার মাধ্যমে সেই মেরুদণ্ডই দুর্বল করিয়া ফেলা হইতেছে। জাতির ভবিষ্যৎকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে অন্তহীন অন্ধকারে। ইহা মানিয়া লওয়া যায় না।"– বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পাস হবার পর এ-ব্যাপারে দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ ও দেশের বুদ্ধিজীবীরাও কোন উচ্চ-বাচ্য করেনি। অথচ দেশের ছোটখাট ব্যাপারে অনেকে সোচ্চার। জাতির কত বড় একটা ক্ষতি করা হলো আর এ-ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের নীরবতা আমাকে ব্যথিত করেছে।

> যেখানে বিশাল অবকাঠামো, লোকবল আর দক্ষ শিক্ষকবৃন্দ থাকা সত্ত্বেও বাউবি দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালাতে হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে এটি পরিচালনা করবে, তা আমার বুঝে আসে না।

বহির্বিশ্বে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত জনপ্রিয় হবার অন্যতম কারণ হলো প্রযুক্তিনির্ভর ভাষাগত দক্ষতা ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার। যেটি আমাদের দেশে অপ্রতুল। ফলে বিদেশী ধারণা ও দেশী ব্যবস্থাপনা আমাদের দূরশিক্ষণ ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সত্য।

যেখানে বিশাল অবকাঠামো, লোকবল আর দক্ষ শিক্ষকবৃন্দ থাকা সত্ত্বেও বাউবি দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালাতে হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে এটি পরিচালনা করবে, তা আমার বুঝে আসে না। এটি জাতির জন্য কত বড় ক্ষতির কারণ হলো (২০ টাকার চাল ৪৪ টাকায় খাওয়ানোর চেয়েও মারাত্মক) বলার অপেক্ষা রাখে না। আশাকরি বিজ্ঞ শিক্ষক সমাজ এ ব্যাপারে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। এই অধ্যাদেশটি যারা প্রণয়ন করল সেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অন্তত নীতিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক সমিতি কেউই খুশি নয়। তাহলে আমাদের প্রশ্ন এই অধ্যাদেশটিকার স্বার্থে করা হলো?

[প্রাবন্ধিক: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়]